বাগেরহাট জেলা পর্যায়ে উদ্ভাবনী শোকেসিং-২০২৪

প্রকল্পের নামঃ “সাবলীল পাঠক”

উদ্ভাবকঃ **রুহুল কুদ্দুস তালুকদার**

উপজেলা শিক্ষা অফিসার, বাগেরহাট সদর,বাগেরহাট।

সাবলীল পাঠক ও সনির্ভর লেখক তৈরিতে পরামর্শ

১। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়নকালে থমকে যেতে হয় যখন দেখি ৩য়-৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বাংলা ও ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক পড়তে পারে না। এ' অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে উত্তোরণে আত্মনমালোচনা পূর্বক বিবেকের তাড়নায় সম্মিলিতভাবে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

২। ৯ম-৫ম শ্রেণিতে বছরের ১ম দিন বা ১ম সপ্তাহের মধ্যে আবশ্যিকভাবে ইনিএল প্রশিক্ষণের আলোকে বাংলা বিষয়ের বেইসলাইন সার্ভে করতে হবে। একই আদলে ইংরেজি বিষয়েরও বেইসলাইন সার্ভে করা যেতে পারে। বাংলাকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়ার কারণ হলো বাংলা পড়তে না পারলে বাংলায় লেখা অন্য ৪ টি বইও (ইংরেজি বাদে) পড়তে পারবে না তথা পড়ে বুঝতে পারবে না।

৩। বেইসলাইন সার্ভে শেষে শ্রেণি ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের প্রধান ৩ টি ভাগে শ্রেণিকরণ করতে হবে। যথা - সাবলীলভাবে পড়তে পারে, টেনে টেনে বা বানান করে বা শিক্ষকের সহায়তায় পড়তে পারে এবং অক্ষর চিনে বা উচ্চারণ করে পড়তে পারে না। ৩য় শ্রেণিস্তুকদের আবার ২ ভাগে (পূর্ববর্তী শ্রেণির পাঠ্যবই পড়তে পারে আর পূর্ববর্তী শ্রেণির পাঠ্যবই পড়তে পারে না) উপশ্রেণিস্তুক করতে হবে।

৪। বাংলা ও ইংরেজি বিষয় পাঠদানকালে প্রথমে শিক্ষক প্রমিত উচ্চারণে পাঠ্যাংশ পড়বে, শিক্ষার্থীরা শুনবে। তারপর শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে সাথে আঙুল দিয়ে সংশ্লিষ্ট শব্দ স্পর্শ করে করে পড়বে এবং সবশেষে শিক্ষার্থী একা একা সরবে পড়বে। শেষ কাজটি দলে দিলে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী অগ্রবর্তী শিক্ষার্থীর সহায়তায় উপকৃত হতে পারে।

৫। ৩য় শ্রেণিস্তুকদের (যারা টেনে টেনে বা বানান করে বা শিক্ষকের সহায়তায় পড়তে পারে) ব স্ব শ্রেণিতে রেখেই পরিকল্পিতভাবে বারবার/অধিকতর চর্চা করাতে হবে। অন্যান্য বিষয়ে পাঠদানকারী শিক্ষকগণও উল্লিন্দিত শ্রেণিস্তুকদের (ডিজিকদের) পড়া চর্চা করাবেন।

৬। ৩য় শ্রেণিস্তুকদের (যারা অক্ষর চিনে বা উচ্চারণ করে পড়তে পারে না) শ্রেণি রুটিনের বাইরে ক্লাস শুরুর আগে (২য় শিফটে অধ্যয়নরতদের) বা পরে (১ম শিফটে অধ্যয়নরতদের) সাবলীলতা অর্জনে সহায়তা করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক বাস্তবতার ভিত্তিতে কৌশল নির্ধারণ করবেন। যেমন, ৩য় শ্রেণির বাংলা পিরিয়ড শেষে রেখে ৩য় শ্রেণির ছাত্রের পড়ায় সমস্যা আছে তাদেরকে ৩০ মিনিট আগে এনে ২য় শ্রেণির সাথে অতিরিক্ত একটি ক্লাস করানো যেতে পারে। সেখানে তারা কোন প্রশ্নের উত্তর লিখবে না শুধুমাত্র পড়া চর্চা করবে। আবার নিজ শ্রেণিতে রেখেই তাদের প্রত্যেককে অন্তত ১ মিনিট পূর্ববর্তী শ্রেণির বইয়ের লেখা একটি কাগজে কম্পোজ করে এনে পড়তে দেয়া যেতে পারে (সরাসরি পূর্ববর্তী শ্রেণির বই পড়তে দিলে তারা লজ্জা বোধ করবে)।

৭। প্রতি শ্রেণিতে বুক / রিডিং কর্নারের ব্যবস্থা করতে হবে। সেখানে শ্রেণি উপযোগী এবং পূর্ববর্তী শ্রেণির উপযোগী সম্পূরক পঠন সামগ্রী থাকবে। শ্রেণি ভিত্তিক যুক্ত বর্ণের (ভেঙ্গেশেখানো এবং শব্দ গঠন) একটি চার্ট থাকবে। প্রতি শিক্ষার্থে যে যে শব্দগুলো অধিকাংশ শিক্ষার্থী সহজে উচ্চারণ করতে পারে না সেগুলো শ্রেণিকক্ষে টানানো থাকা একটি পোস্টারে লিখে রাখলে শিক্ষার্থীরা অবসর সময়ে সহপাঠীর সহায়তায় চর্চা করবে। পোস্টারের শব্দগুলো দিয়ে সপ্তাহের শেষ/প্রথম দিনে উচ্চারণ প্রতিযোগিতা করা যেতে পারে। শিখন সাথীর ধারণা কাজে লাগানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে একজন পারগ শিক্ষার্থীর দায়িত্বে এক বা একাধিক অপারগ শিশু ন্যাস করে দিতে হবে।

৮। বার্ষিক পরীক্ষার পর যে কয়দিন (সাধারণত ৬/৭ দিন) বিদ্যালয় খোলা থাকে কিন্তু কোন পাঠদান কার্যক্রম থাকে না, সে কয়দিন কে 'প্লে এন্ড রিডিং উইক' ঘোষণা করা যেতে পারে। শিক্ষকগণ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে এসে ৩০ মিনিট গল্পের বই পড়বে এবং ৩০ মিনিট খেলাধুলা করবে। একেবারেই পড়তে না পারা শিক্ষার্থী থাকলে তাকে/তাদেরকে শিক্ষক/শিক্ষকগণ/শিক্ষন সাথী সহায়তা করবে।

৯। সনির্ভর লেখক তৈরিতে অবশ্যই গাইড বই বা নোট পরিবার করতে হবে। পাঠ্যবইয়ে যদি শিক্ষার্থী কারো পরিবার সম্পর্কে পড়ে তাহলে সে অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থী তার নিজের পরিবার সম্পর্কে লিখবে (সত্যিকার বা বাস্তব তথ্য দিয়ে, মুখস্থ বিদ্যা দিয়ে নয়)। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করতে হবে।

১০। ৩য় শ্রেণি থেকে ছাত্রছাত্রীদের ডায়রি লেখার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বিভিন্ন মনীষীদের লেখা ডায়রি নিয়ে আলোচনা করে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। ট্রেন্সের টাকায় শিক্ষার্থীদের একটি করে ডায়রি কিনে দেয়া যেতে পারে।

১১। প্রতি শ্রেণিতে "আমার আঁকা, আমার লেখা" হেডিং-এ একটি ভিপ বোর্ড থাকবে। সেখানে শিক্ষার্থীরা গল্প, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি লিখে লাগিয়ে রাখবে। শিক্ষকগণ একটি নির্দিষ্ট সময় পর তা তুলে নিয়ে সংরক্ষণ করবেন এবং দেয়াল পত্রিকা/ ম্যাগাজিনের জন্য বাছাই করবেন। লেখা দিতে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

- রুহুল কুদ্দুস তালুকদার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার

সাবলীল পাঠক তৈরিতে গৃহীত প্রচেষ্টা

মুজিববর্ষের অঙ্গিকার, শতভাগ হবে প্রাথমিক স্তরে সাবলীলভাবে পড়তে পারার হার।

শতভাগ শিক্ষার্থীর সাবলীলভাবে পড়তে পারা নিশ্চিতকরণকারী
বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সম্মাননা

- শতভাগ শিক্ষার্থীর বাংলা সাবলীলভাবে পড়তে পারা নিশ্চিতকরণকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ VIT (Very Important Teacher) এবং ইংরেজি সাবলীলভাবে পড়তে পারা নিশ্চিতকরণকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ VVIT (Very Very Important Teacher) মর্যাদা লাভ করবেন।
- প্রতি বছর ১ম ত্রৈমাসিকের (মার্চ মাসের) মধ্যে বিদ্যালয় কর্তৃক ঘোষণার/দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত কমিটি কর্তৃক যাচাইপূর্বক উক্ত মর্যাদা প্রদান করা হবে।
- মর্যাদাপ্রাপ্ত শিক্ষকগণকে এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়কে উপজেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃক সনদপত্র এবং ধন্যবাদ পত্র প্রদান করা হবে।
- উক্ত শিক্ষকগণকে উপজেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃক একটি আইডি কার্ড এবং একটি ব্যাজ প্রদান করা হবে।
- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহে অথবা জাতীয় শিক্ষক দিবসে তাঁদেরকে সংবর্ধনা প্রদান করা হবে।
- উপজেলা শিক্ষা অফিসের ওয়েব পোর্টালে তাঁদের তথ্য আপলোড করা হবে।
- উপজেলা শিক্ষা অফিসের দৃশ্যমান স্থানে তাঁদের নাম এবং ছবি সম্বলিত প্যানা বছরব্যাপি প্রদর্শিত হবে।
- প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত যেকোন সভায় তাঁদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে।
- উপজেলা শিক্ষা অফিসে যেকোন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁরা অগ্রাধিকার পাবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ সেবা প্রদান করা হবে।

বাস্তবায়নে ঃ রুহুল কুদ্দুস তালুকদার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর, বাগেরহাট।

সাবলীল পাঠক তৈরিতে গৃহীত প্রচেষ্টা

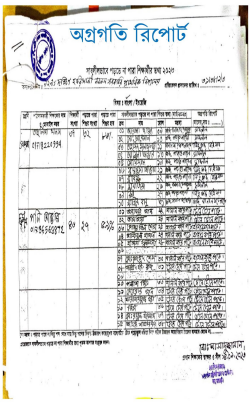

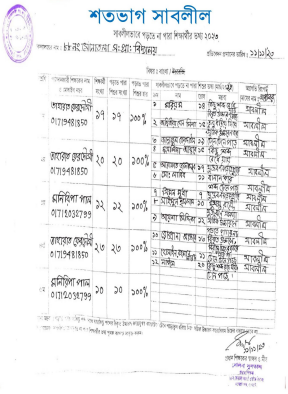

সাবলীল পাঠক তৈরিতে গৃহীত প্রচেষ্টা

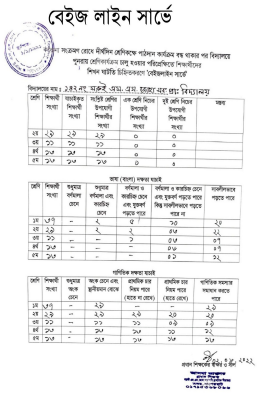

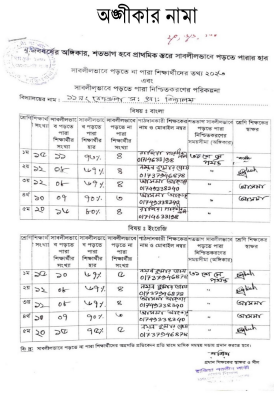

বিদ্যালয়ের শতভাগ শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে বাংলা পড়তে পারা শিক্ষকদের সং